জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আপিল ফরম

(বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই নির্দেশিকা-২০২০ এবং জামুকা'র ৭২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আপীল দায়ের করা যাবে।)

বরাবর

চেয়ারম্যান

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল।

মহোদয়

নিম্নে বর্নিত কারণে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী .....উপজেলা/ মহানগর এ অনুষ্ঠিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীল কমিটির নিকট সুবিচার প্রার্থনা করছি। আমার দাখিলকৃত কাগজপত্র বিবেচনা করে আপীল আবেদন গ্রহন ও সুবিচার করতে মহোদয়ের মর্জি হয়। প্রয়োজনে আরও সাক্ষ্যপ্রমান হাজির করতে পারবো। নিম্নে আপীলের বিস্তারিত কারন তুলে ধরা হলো-

ক)	**আপীলকারী মুক্তিযোদ্ধা/ মৃত মুক্তিযোদ্ধার ওয়ারিসের নামঃ**	
খ)	**মুক্তিযোদ্ধার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ**	
গ)	**পিতার/স্বামীর নামঃ**	
ঘ)	**মাতার নামঃ**	

ঙ) **স্থায়ী ঠিকানা (গেজেট অনুসারে)**

গ্রাম/মহল্লা/ বাসা নং		**ডাকঘরঃ**	
উপজেলা/থানাঃ		**জেলাঃ**	
বিভাগঃ		**মোবাইল নম্বরঃ**	
গেজেট নং ও প্রকাশের তাং		**জন্ম তারিখ (মুক্তিযোদ্ধার)ঃ**	

চ) সাক্ষীগণের নাম (তিনজন)ঃ

ক্রঃ নং	**সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর**	**লালমুক্তিবার্তা/ ভারতীয় তালিকা নম্বর**	**স্বাক্ষর**
১।			
২।			
৩।			

ছ) যে কারনে আপীল দায়ের করা হচ্ছে-তার বিবরণ (প্রয়োজনে স্বতন্ত্র কাগজ সংযুক্ত করা যাবে)ঃ

ক)	
খ)	
গ)	
ঘ)	

জ) যে সকল প্রমাণক আপীল আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে তার বিবরন (আপীলকারী মুক্তিযোদ্ধা/মৃত মুক্তিযোদ্ধার ওয়ারিসের এনআইডি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে)ঃ

ক)	
খ)	
গ)	
ঘ)	
ঙ)	

বিনীত

(আপীলকারীর স্বাক্ষর)

বিঃ দ্রঃ (১) তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে প্রকাশিত গেজেট বাতিল করা হবে।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষ্য মিথ্যা/সঠিক নয় প্রমাণিত হলে কমপক্ষে ৬(ছয়) মাসের ভাতা বন্ধ থাকবে।